চর্যাপদের সাহিত্য মূল্য // কাব্য মূল্য : 12.11.98 Quest → চর্যাপদের কি 'কাব্য' - হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া যায়

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ ঐতিহাসিক দিক দিয়ে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এই তাৎপর্য যেমন চর্যার সামাজিক দলিল মূল্যে, ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক মানদণ্ডে নির্ধারিত তেমনি এর সাহিত্য মূল্যে তথা কাব্য-মূল্যেও নির্দিষ্ট। চর্যাপদ বিশেষ এক ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধন সংগীত হলেও নিঃসন্দেহে কাব্য হিসাবেও এর রসাবেদন অবশ্য স্বীকার্য। কাব্য-বিচারের মূলত দুটি দিক - (i) কাব্যের বাহ্যিক দিক এবং আন্তর দিক চাঞ্চল্যের দিক। বাংলা ভাষার আদি রচনা কীর্তি চর্যাগীতি-পদাবলীর অধিকাংশ পদই এই দুই শর্ত পূরণ করে কাব্য মহিমায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সে সে বৈশিষ্ট্যে চর্যাগীতিকার কাব্য মূল্য নির্ণীত হতে পারে সেগুলি নিম্নরূপ :

(i) কাব্য নির্মাণের প্রথম ও প্রধান কথা হল রসাবেদনের ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনাধর্মীতা তথা ব্যঞ্জনাধর্মীতা, ব্যঞ্জনার নির্মাণে এমন কাব্য সফল হয়ে ওঠে। চর্যাপদের অনেকগুলি পদই এই ব্যঞ্জনার গুণে বড় হয়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসাবে ভুসুকু পাদের ৪৭ এবং ৪৩ সংখ্যক পদ অথবা পাদের ২৮ এবং ৪০ নং পদের কথা স্মরণ করা যায়। ভুসুকু পাদের ৩৯ নং পদটিও এ ব্যাপারে যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবী রাখে। কবির দ্বারা অভ্যর্থিত হরিণ ও তার সঙ্গিনীর বিরহ-কাতর অবস্থার চিত্র যথেষ্ট ব্যঞ্জনাময় ও ধ্বনি সংযুক্ত রেখে :

"তিন ন ছুপই হরিণা পিবই ন পানী,
হরিণা হরিণীর নিলয় ন জানী ॥"

মুমূর্ষু অভ্যর্থিত হরিণ হরিণীর হৃদয়ের সন্ধান পায় না - এই পংক্তি ব্যঞ্জনায় শুধু হরিণের ক্ষেত্রে আবদ্ধ না থেকে তাবৎ বিরহী মানুষের হৃদয়ের আর্তধ্বনি হয়ে ওঠে। এ নিশ্চিত কাব্য রসের সার্থক ধারক।

(ii) কাব্য কবিতার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রোমান্টিকতা ও তার সার্থক মহিমা। চর্যাপদের ৫০ নং কবিতায় এবং কাহ্নপাদের কবি প্রাণের এই

মর্মটি প্রকাশিত। উচ্চ পর্বত বুকে শবর শবরীর মিলন
ছবিতে এ কবি জ্যোৎস্না রাতের চিত্র এখানে অঙ্কিত

"হেরিলে মোর তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
সুতেড় এ সেহে তপাসু ফুটিলা॥
তইলা বাড়ীর পাসেঁ জোহ্না বড়ী উজলা।
তিন্তেলি অন্ধারি রে আকাশ-ফুলিআ।
কঞ্চুড়িনা পাকেলা রে শবর শবরী মাতেলা।"

এ পদে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্থলে রোমান্টিকের
ভরপুর। উচ্চ পর্বত বুকে অবস্থিত মুহ চারপাশে
সাদা কাশফুলের ছড়াছড়ি, আকাশে চাঁদ,
জ্যোৎস্নার ভরে আলো পৃথিবীর অন্ধকারকে ঢেকে
দিয়েছে। বনে আলোয় আলোয় আকাশ যেন ফুল
ফুলে সাদা। কঞ্চুড়িনা ফলের গাছে বসন্ত এসেছে
মাতাল। এই রোমান্টিক পরিবেশে নরনারীর
জীবনে মিলন কামনার চাঞ্চল্য জাগে, শবরবরীর
তাই মত্ত। এই চিত্র যেন পর্যুদস্ত ভাব হয়ে উঠেছে।
রোমান্টিকে মায়াময় ভাব হয়ে উঠেছে।

(iii) যেখানে শবরী কবিতার মধ্যে পাশে কবিদের
রূপমুগ্ধতার দ্যোতনা। সেই সঙ্গে সেখানে পাশে
গীতিময়তার সেইজন্য ভাবানুভূতির উদ্দামতার
শবর পাশে কবিটি মনে তার গীতার বই হৈলিই
অবশ্য ভাবে ও রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

"উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী লিঅঁ গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগলা সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরী
নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী॥
নানা তরুবর মউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এবণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডল বজ্রধারী॥"

পঙ্‌ক্তি গুলির মধ্যে কবির সুগভীর রূপানুরাগ
বন বিলাস লক্ষ্যনীয়। শবরীর সমস্ত পুরুষের সঙ্গে প্রেম
মিলনের উদ্দামতার কথা। হৃদয়ানুভূতির এই
উদ্দামতা শবরের ব্যবহারে স্পষ্ট। কিন্তু দেহ
মিলনের পাশাপাশি প্রকৃতির সৌন্দর্যের আবেশে
কবি মানব সৌন্দর্য চেতনার বিরূপমান
অঙ্কিত। পুষ্পিত তরু শাখার এই নীল আকাশের
পরিবেশে শবরীর মিলন মজার উপরেও
তখন রঙের ছড়াছড়ি দেহ মিলন এখানে অঙ্কিত
হয়নি সৌন্দর্যের আবেশ অবলোকন করেছে।

এ ভাব কল্পনা তো উপযুক্ত কবির অন্যন্য সাধনা সৃজিত।

(iv) কোনো বিষয়ের জন্য হয়ে তাঁর একটি ভক্তি-চেতনা নির্ভরতা সর্বস্ব। সেদিক দিয়ে যোগীর অনন্য রূপ লেখায় বর্ণিত। সেই সাথে উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের এত চিত্রকল্পের নিপুণ সাঁথুনী যোগীপদ কবিতার অনেক কয়েকটি সর্বজনস্বীকৃত তাদের সখা—

(a) রূপক

(i) ভবনই গহন গহীর যোঁ বাহী

(ii) তোহো ডমরু পাঞ্চবিঁ ডাল

(b) উপমা:

(c) চিত্রকল্প:

টালত মোর ঘর নাহি পাড়িবেশী।
হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥

যোগগান গুলি বৌদ্ধ সহজীয়া ধর্মাদর্শে নিযুক্ত দর্শনতত্ত্ব ও ধর্মসাধনার পরিচয় বহী হলেও অন্তরঙ্গ তার নেজস্বতা গুলি অবশ্য অবশ্য অবশ্য রূপ লাভ করেছে। এর পিছনে রয়েছে যোগীসাধকদের জিজ্ঞাসু চেতনা এবং তার সঙ্গে সৃষ্ট হয়েছে রূপক ধর্মী ও প্রতীক ধর্মের বৈশিষ্ট্য, যা উচ্চাঙ্গের কাব্য ধর্মের সমুজ্জ্বল। সেই সাথে নিতান্ত সাধারণ মানুষের জীবন লীলাচিত্রণে, তাদের সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনার স্বপ্ন কল্পনার রূপায়ণে ধরিয়া যে নিত্য সত্যের পরিচয়ে যোগীপদে তুলে ধরেছেন তা তো যে কোন মহৎ শিল্পেরই বিশিষ্ট উপাদান।

—০—